দৈনিক খবর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ ... ... কলাম ৩ ... ...

003

স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি প্রসঙ্গ

॥ আ শ ফ ওয়াহেদ সুমন
শামসুল হক বাবুল ॥

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার দ্বার সীমিত। জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, প্রয়োজনীয় শিক্ষ উপকরণ ও প্রযুক্তি স্থাপনে আমরা অসমর্থ। তাছাড়া দেশীয় উপযোগিতাসম্পন্ন একটি বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি আজও আমরা জনগণের হাতে তুলে দিতে পারিনি যা আমাদের সন্তানদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে এবং যা কি-না দেশের প্রভূত উন্নয়নের সহায়ক হবে। তা সত্ত্বেও আমাদের উচ্চ শিক্ষার যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেসব সুযোগ-সুবিধা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বর্তমান সে সবের যথার্থ ব্যবহার কি আমরা করতে পারছি? কোথাও পারছি, কোথাও পারছি না। উচ্চ শিক্ষা বলতে আমরা সাধারণতঃ স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাকেই বুঝে থাকি। এই স্নাতক/ স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। এরই মধ্যে আবার কারিগরি এবং ডাক্তারী শিক্ষালয়গুলোও রয়েছে।

শিক্ষার প্রাপ্ত সুযোগের যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে না বলেছি এ জন্য যে, যদি তাই হতো তবে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে এতগুলো আসন খালি থেকে যেতো না। এইতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি বিষয়ের কথাই ধরা যাক। ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষা বর্ষে পরিসংখ্যান এবং রসায়ন বিভাগে ১ম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৭৭ জন করে। কিন্তু ছ'মাস না যেতেই কি হল। সংখ্যা নেমে দাঁড়াল যথাক্রমে ৫২ এবং ৩৭- [illegible] এমনি চিত্র মেডিকেল কলেজগুলোর। [illegible]রিশাল মেডিকেল কলেজের ১ম বর্ষে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা বর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ১৫০ জনের মধ্যে বর্তমানে ১৪০ জন অধ্যয়নকরছেন।

এছাড়াও অর্থনৈতিক সমস্যাটাও কি কম ঝামেলার? ভর্তির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দ্বারস্থ হতে হতে (অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষার ফরম ক্রয়, ভ্রমণ খরচ, ভর্তি পরীক্ষাকালীন বাসস্থান খরচ ইত্যাদি মিলে) কমপক্ষে সাত থেকে দশ হাজার টাকার মত একজন পরীক্ষার্থীকে তার অভিভাবকের পকেট থেকে ঝরাতে হয়।

কিন্তু কেন এই অবস্থা? কেউ পেয়ে ছেড়ে দেয় আর কেউ গলদঘর্ম হয়েও পায় না। এ অবস্থার অন্যতম কারণ হিসেবে আমরা ভর্তি পদ্ধতির অব্যবস্থার কথাই বলবো। দেখা যায় ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিক থেকে মেডিকেল কলেজগুলো অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তারা এ কাজটি করে ফেলে। যারা সুযোগ পায় (অর্থাৎ মোট পাস করা ছাত্রদের একাংশ) ভর্তি হয় আর বাকীরা অপেক্ষমাণ থাকে। এর ফাঁকে হয়তো বুয়েট/বিআইটি-তে ভর্তি পরীক্ষা হয়ে ভর্তির কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। মেডিকেলে অপেক্ষমাণ ছাত্রদের অনেকেও এগুলোতে ভর্তির সুযোগ পায়। ফলে মাইগ্রেশনের মাধ্যমে মেডিকেলে ভর্তির জন্য আহূত অপেক্ষমাণ তালিকার এসব ছাত্র-ছাত্রী (ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানে মূল মার্কশীট জমা দেবার কারণে) মেডিকেল কলেজে যেতে পারে না। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলোতেও মাইগ্রেশনের এই ঝক্কি-ঝামেলা লেগে থাকে এবং ফলস্বরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলো আসন খালি থেকে যায়। এসব সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার্থে ভর্তি পদ্ধতির নিম্নোক্ত নিয়মাবলী তুলে ধরেছি:

১। ভর্তি পরিচালনা কমিটিঃ

দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজসমূহ থেকে মনোনীত শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা ভর্তি কমিটি গঠন করতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী এই কমিটি পরিচালনা করবে।

২। ভর্তি পরীক্ষা এবং ভর্তিঃ

ক) সকল সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ, কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজসমূহের ভর্তি পরীক্ষা (বর্তমান মেডিকেল কলেজসমূহের পদ্ধতি অনুসারে) একই দিনে, একই সময়ে এবং একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

খ) i) একই দিনে ফলাফল এবং অপেক্ষমাণ তালিকা সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে (এবং প্রয়োজনে সংবাদ পত্রের মাধ্যমে) প্রকাশ করতে হবে। ii) একই দিনে ভর্তির শেষ তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। iii) ভর্তির সময় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে মূল মার্কশীট জমা রাখতে হবে।

৩। মাইগ্রেশনঃ

ক) ভর্তির তারিখ শেষ হওয়ার পনের দিনের মধ্যে মাইগ্রেশনের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং সকল প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাইগ্রেশনের সমস্ত কার্যক্রম সমাধান করতে হবে।

খ) মাইগ্রেশনের কার্যাদি সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে কোন প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু করা যাবে না।

৪। প্রশ্নপত্রঃ

ক) ২ (ক) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যসূচক প্রশ্নাবলী সমন্বিত দু'টি প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক বিষয়সমূহের পাঠ্যক্রমের বাইরে কোন প্রশ্ন করা হবে না। যেমন, একটি প্রশ্নপত্রে নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্নাবলী সংযোজিত হতেপারে।

প্রথম অংশঃ করিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণী প্রশ্নসমূহ।

দ্বিতীয় অংশঃ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণী প্রশ্নসমূহ।

একইভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিজ্ঞান বিভাগে এবং মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণী প্রশ্নবলী সংযোজিত হবে।

খ) একই দিনে নির্ধারিত সময়ানুসারে পর্যায়ক্রমে সকালে এবং বিকালে যথাক্রমে (উপরোক্ত) দু'টি প্রশ্নপত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

গ। দু'টি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাস্কোর করা হবে। বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ (যেমন, ঢা বি-এর ফার্মেসী, চ বি-এর মেরিন সাইন্স; ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডেকেল)-এ ভর্তির জন্য প্রার্থী/ প্রার্থিনীদের অবশ্যই উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলীতে ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট নম্বর পেতে হবে। অন্যথায় তাকে ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত করা হবে। তবে তার পরবর্তী পছন্দসমূহে ভর্তির জন্য তাকে বিবেচনা করা হবে।

৫। ভর্তির আবেদনপত্র এবং প্রসপেক্টাসঃ

আবেদনপত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে পঠিতব্য বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকবে। আবেদনকারী/ কারিনীকে তার পছন্দানুসারে বিষয়সমূহের পার্শ্বে ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করতে হবে। যেমন, যদি কোন আবেদনকারী/ কারিনীর প্রথম পছন্দ পরিসংখ্যান (ঢা, বি), ২য় পছন্দ রসায়ন (ঢা, বি) ৩য় পছন্দ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (প্র, বি) চতুর্থ পছন্দ শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, ৫ম পছন্দ পদার্থ বিজ্ঞান (রা, বি), ৬ষ্ঠ পছন্দ সামুদ্রিক বিজ্ঞান (চ, বি), ইত্যাদি হয় তবে তাকে উপরোক্ত বিষয়সমূহের পার্শ্বে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি সংখ্যাগুলো লিখতে হবে। কোনক্রমেই এই পছন্দ নাম পরিবর্তন করা যাবে না।

৬। প্রতিষ্ঠান এবং বিষয় নির্বাচন

ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রস্তুত মেধাক্রমানুসারে এবং আবেদনকারী/ কারিনীর পছন্দের ক্রমানুযায়ী ভর্তির প্রতিষ্ঠান এবং বিষয় প্রত্যেক কেন্দ্রে জানিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে এই ফলাফল সংবাদপত্রে প্রকাশিতহবে।

কোন প্রকার মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। একই পদ্ধতিতে সকল সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের জন্য একটি এবং বাণিজ্য অনুষদের জন্য একটি, দু'টি ভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ ক্ষেত্রে স্ব স্ব বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অনুষদের পরীক্ষায়ই শুধু প্রার্থীদের অবতীর্ণ হতে হবে। অন্যান্য সকল কার্যপদ্ধতি অপরিবর্তিতথাকবে।

বর্ণিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে আশা করা যায় কোন প্রতিষ্ঠানে আসন খালি থাকবে না এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ থেকে কর্তাব্যক্তিরা রেহাই পাবেন। কাজেই উল্লেখিত ভর্তি পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য

সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।